৬ বর্ষ ২ সংখ্যা ২৩ মে ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

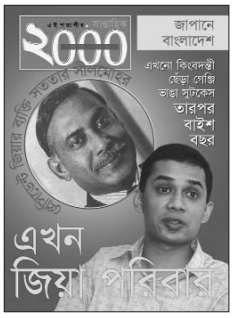

স্বাধীনতা-উত্তর দেশের ঘটনা প্রবাহ জিয়াউর রহমানকে রাজনীতির পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর ঘটনাপুঞ্জিতে জিয়া হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি। বিতর্কিত পথ ধরে ক্ষমতায় এসেও বিশৃঙ্খল দেশটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিত্বের কারণে অল্পদিনেই ঈর্ষণীয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ক্ষমতায় এসে নানা বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিলেও, তার ব্যক্তি-সততা সব কিছুকেই হার মানায়।

ব্যক্তি সততা, সাধারণ জীবনযাপন প্রসঙ্গে তিনি স্বচ্ছ থাকলেও বিতর্কিত ছিলেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান্স' উক্তিটি অসংখ্য বিতর্কের একটি। আসলেও জিয়া রাজনীতিবিদদের অনেক কষ্টের মধ্যে রেখে গেছেন। রাজনীতিকে ডিফিকাল্ট করে গেছেন। রাষ্ট্রপতিকে এতো কাছে থেকে দেখা যেতে পারে দেশের মানুষকে তা সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন তিনি। খাল কাটা কর্মসূচির কারণে তিনি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ হাতা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা প্রেসিডেন্টের হাতে মাটি কাটার কোদাল জনগণকে বিস্মিত করে রেখেছিল। মানুষ দেশ গড়ার নতুন স্বপ্নে তখন আলোড়িত। এমন কয়েকটি উদ্যোগ জিয়াকে নিয়ে যায় ভিন্ন স্তরে। গড়ে ওঠে নিজস্ব ভাবমূর্তি। মাত্র চার বছর ক্ষমতা ও রাজনীতির মধ্যে থেকে তিনি সেই ধারা তৈরি করেছিলেন। যা প্রচলিত রাজনৈতিক ধারা পেছনে ফেলে দিতে পেরেছিল। অবশ্য কোনো কিছুই পরিকল্পনাহীনভাবে হয়নি। সাতাত্তরের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হবার আগ থেকেই তিনি বুঝেছিলেন আওয়ামী বিরোধী একটি স্রোতধারা তৈরি করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা এবং ঘাপটি মেরে থাকা পুরনো মুসলিম লীগের ও বিভিন্ন গ্রুপের সমন্বয়েই এমন প্লাটফরম তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্য পূরণে তিনি সফলও হয়েছিলেন। জামায়াত-শিবিরকেও এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনায় শামিল করে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যান। এই কারণে তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়। সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন মন্ত্রিসভায় কয়েকজন বিতর্কিতদের স্থান করে দেয়ার জন্য।

জিয়া তার রাজনৈতিক সঙ্গী, অনুচরদের কারণে বিতর্কিত হলেও আত্মীয়দের কারণে কখনো নিন্দিত হননি। মৃত্যুর পর দেখা গেল 'ছাদহীন' নিঃস্ব জিয়া পরিবার। দুই সন্তানসহ অসহায় খালেদা জিয়া। সম্বল শুধু লক্ষ জনতার ভালোবাসা আর জিয়ার রেখে যাওয়া অসম্ভব মূল্যবান এক সীলমোহর। ব্যক্তি সততার সীলমোহর। বাইশ বছর ধরে এই মোহরটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

আজ জিয়ার উত্তরসূরিদের অবস্থা কি। গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে ক্ষমতায় গিয়ে রাতারাতি পাল্টে গেলেন খালেদা জিয়া। পাল্টে গেলো তার বেশভূষা। এবার ক্ষমতায় এসে তার সন্তান তারেক রহমান ক্রমেই বিতর্কিত হচ্ছেন। হাওয়া ভবন প্রসঙ্গে পত্রিকায় উঠছে নানা কাহিনী। নিকটাত্মীয়রা এখন ব্যস্ত আখের গোছাতে। জিয়ার উত্তরাধিকারীরা এখন শাসন করেন হাওয়া থেকে ধরা তলে। দাঁড়াতে পারেন না সত্যিকারের উত্তরাধিকারিত্বে।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net